মেহেরপুরে ২ দোকানে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রি ও সংরক্ষণ করার অপরাধে ২ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের নিকট থেকে ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দুপুরে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের জেলা শাখা যৌথভাবে মেহেরপুর শহরে বড়বাজার এবং হোটেল বাজারে এই ভ্রাম্যমান অভিযান চালান।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদের নেতৃত্বে শহরের বড় বাজার এলাকার সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারে অভিযান চালান। মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রিও সংরক্ষণ করার অপরাধে সন্তোষ বীজ ও খাদ্য ভান্ডারের মালিক রিপন কুমার সাহার নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে শহরের হোটেল বাজারের রিতা স্টোরের মালিক শাহিনের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেন ও মোঃ সাজেদুল ইসলাম অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় আত্মহত্যা

প্ররোচনা মামলায় পরকীয়া প্রেমিক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রী রেশমা খাতুন (৩২) আত্মহত্যার ঘটনায় করা প্ররোচনার মামলায় সবুর হোসেন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার তেতুলবাড়িয়া নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সবুরকে গ্রেপ্তার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

সবুর হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের আজিবার রহমানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত (২৮মে) মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের একটি ভাড়া বাড়ি থেকে তালাবন্ধ ঘর থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলায় ফাঁস দেয়া লাশ উদ্ধার করা হয়। তার স্বামী শিমুল সর্দার গত তিন বছর সৌদিতে রয়েছেন। ঘটনার ওই দিন আত্মহত্যার আধাঘণ্টা আগে অভিযুক্ত সবুর হোসেনকে তাঁর ঘর থেকে বের হতে দেখেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় গত (১জুলাই) সোমবার গৃহবধূর পিতা সাইদুল ইসলাম বাদী হয়ে সবুর হোসেনকে আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় আত্নহত্যা প্ররোচনা আইনের ৩০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই গৃহবধূর সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে সবুর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতে রিমান্ড চাওয়া হবে। আজ দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ফেনসিডিলসহ ১জন আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

তারই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই (নিঃ)মোঃ মেফাউল হাসান, এসআই (নি:) মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এএসআই (নিঃ)মোঃ মামুনুর রহমান, এএসআই (নি:) মোঃ রেয়াজুল ইসলাম ও এএসআই (নি:) মোঃ রাসেল তালুকদার সহ মাদকবিরোধী অভিযানে সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় জীবননগর থানাধীন সেনেরহুদা গ্রামস্থ জনৈক মোঃ নাগর হোসেন ওরফে রিপন এর বসত বাড়ি হতে আসামি ১। মোঃ নাগর হোসেন ওরফে রিপন (৩৪), পিতা- মৃত মাহাতাব, সাং-সেনেরহুদা (পশ্চিম পাড়া), থানা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা’কে ৩৬ (ছত্রিশ) বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার পূর্বক জব্দ করে।

ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।

দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালু গাঁজাসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী কালুকে (৩৯) ৫ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা যায় গতকাল সোমবার ভোরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় অফিসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা পৌর এলাকার আজমপুরের জোর আলী মিজির ছেলে আফজাল হোসেন ওরফে

কালু (৩৯)’র বাড়িতে অভিযান চালায়।

এসময় কালুর বসত ঘরের শয়ন কক্ষের খাটের নিচ হতে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫শগ্রাম গাঁজা উদ্ধার পূর্বক জব্দ ও কালুকে গ্রেফতার করে। সকালে গ্রেফতারকৃত কালুর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য আজমপুরে কালুর বাড়ি রাতে বিভিন্ন এলাকার মাদক ক্রেতারা এসে মাদক ক্রয় করে বলে এলাকাবাসি জানায়।বেশ কয়েক বছর ধরে এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিল। কেউ কিছু বললে সকলকে ম্যানেজ করে এ ব্যবসা করে আসছিল বলে নিজেকে জহির করতো।

এ ঘটনায় কালুকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় এক কেজি গাঁজাসহ সবুজ আলী আটক

দামুড়হুদায় এক কেজি গাঁজাসহ সবুজ আলী (২৪) নামে এক জনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা থেকে। আটককৃত আসামি সবুজ আলী উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমর পুর গ্রামের ফরজ আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা মহোদয়ের নির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানাধীন কার্পাশডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মোঃ হারুন উর রশীদ, পিপিএম, সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়াস্থ জনৈক দেবু সরকার এর বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ভৈরব নদের গোসল করা পাঁকা সিড়ি ঘাটের উপর থেকে আসামী সবুজ আলীকে এক কেজি অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ হাতেনাতে আটক করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,

গাঁজাসহ একজন আটক হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হচ্ছে, আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের আটক ২

মুজিবনগরে গত রবিবার বিকেলে শিবপুর গ্রামের হামাদুল ইসলাম এর ছেলে শহিদুল ইসলামকে কেদারগজ বাজারে মারধর এবং পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামে শহিদুল ইসলামের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২ আসামি কুদ্দুস শেখ ও তার ছেলে তন্ময় শেখ কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগকারী শহিদুল ইসলামের এজাহার সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জের ধরিয়া রবিবার বিকাল ৪ টার সময় ০১নং আসামী ইমান শেখ হাতে লোহার রড নিয়ে আমাকে কেদারগঞ্জ বাজারের ব্রীজের উপর দেখতে পেয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে। মারপিট দেখে আমার খালোতো ভাই শিবপুর গ্রামের জিনারুল গাজীর ছেলে মোরশেদ আলম (৩০) ঠেকাইতে গেলে ইমান শেখ তার হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করতে গেলে আঘাতটি তার ডান হাতের কব্জির উপর লেগে গুরুতর হাড়ভাঙ্গা জখম হয়। আমাদের চিৎকারে আমিসহ বাজারের লোকজন আমার খালাতো ভাইকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামের ইমান শেখ (৫৩), পিতা-মৃত আমির শেখ, লাল্টু শেখ ও (রান্টু)(২৭), পিতা-রহিম শেখ (ভরা শেখ), শাহাবুদ্দিন শেখ (৪২), পিতা-আমির শেখ, সিয়াম শেখ(২০), পিতা- শাহাবুদ্দিন শেখ, গিয়াস শেখ (৪০), পিতা-আমির শেখ, কুদ্দুস শেখ(৫৩), পিতা-মৃত খেদের শেখ, তনয়ে শেখ (২১), পিতা- কুদ্দুস শেখ এক জোট হয়ে ।

উক্ত ঘটনার জের ধরে রবিবার সন্ধা ৬ সময় সময় আমার অনুপস্থিতিতে হাতে লোহার রড, বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, হাসুয়া নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আমার বসত বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আমার পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমার মা হামিদ্য খাতুন(৫০) আসামীদের নিষেধ করিলে তারা আমার মাকে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে নীলা ফোলা জখম করে আসামী লাল্টু শেখ (৫) রান্টু আমার বসত ঘরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ওয়্যারড্রপের ড্রয়ার হইতে একটি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন, যাহার মূল্য অনুমান ৮০,০০০/- টাকা বের করে নেয়। আমার পরিবার চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজনদের আসতে দেখে আসামীগণ আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমার বসত ঘরের দুইটি জালানার থাই গ্লাস ভেঙ্গে অনুমান ৪০,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করে।

এ বিষয়ে মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন বলেন ইমান আলি মেহেরপুর জেলা সন্ত্রাসী তালিকার ১১৯ নম্বর। তার এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এই এলাকাকে অস্থিতিশীল করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে জেলায় যে শান্তির সুবাতাস বইছে সেই শান্তিকে যাতে কেউ বিনষ্ট না করতে পারে এবং এই ঘটনা যাতে পরবর্তীতে না ঘটে সেজন্য সন্ত্রাসী ইমান আলীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে শাহিদুল ইসলাম বলেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন কেদারগঞ্জ বাজার থেকে ইমান আলী গ্রামে ফিরে তার গুন্ডাবাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘরে আক্রমণ করেছে, ঘর থেকে স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ইমান আলীর সাথে কথা বলে জানা যায় তাকেই প্রথম পরাগ গাইন মারতে শুরু করলে আত্ম রক্ষার্থে তিনিও পাল্টা আক্রমণ করেছেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন,গত রবিবারের ঘটনায় মামলা পরিপ্রেক্ষিতে ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মামলার অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৮ মামলার ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ মায়া আটক

মায়া খাতুন। আলমডাঙ্গা উপজেলায় ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ হিসেবে পরিচিত। জেল হাজতে যাওয়া যেন তার কাছে ডালভাত। এক যুগে মামলা হয়েছে ৮ বার। গ্রেপ্তারও হয়েছেন প্রায় ১৫ বার। বের হয়ে আবারও মাদক বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়েন। সর্বশেষ গতকাল রবিবার বিকেল ৫ টার দিকে পৌর এলাকার এক্সচেঞ্জ পাড়া এলাকার তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। এসময় তার বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত মায়া খাতুন (৩৫) মৃত জাহাঙ্গীর আলম ওল্টুর স্ত্রী।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাগেছে, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ী মায়া খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি তল্লাশি করে ৬৭০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মায়ার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গাসহ বিভিন্ন থানায় ৮ টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় একাধিকবার জেলে গেলেও জামিনে বেরিয়ে আবারও পুরনো পেশায় ফিরে যায় মায়া।’

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বলেন, ‘অন্তত ১৫ বার গ্রেপ্তার হয়েছেন মায়া খাতুন। প্রতিবার জামিনে বের হয়ে আবারও মাদক কেনা বেচায় জড়িয়ে পড়েন। তাকে গ্রেপ্তারের পর আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনি মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার রেল স্টেশন এলাকা থেকে ফেন্সিডিলসহ রনি আহমেদ (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটক রনি চৌগাছা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রিজাউল ইসলামের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেল স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চৌগাছা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের রনিকে আটক করা হয়। এসময় তার সাথে থাকা ট্রলি থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ট্রেনে করে এই ফেন্সিডিল ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে আটক রনি। তাকে দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা সদর ও কার্পাসডাঙ্গায় পৃথক দুটি বিট পুলিশিং অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা ও কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে পৃথক পৃথক ভাবে দুইটি বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর এর সভাপতিত্বে এবং এস আই রিয়াজুল ইসলামের সঞ্চলায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন হিমেল, মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান আসাদ, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই হারুনুর রশীদ, এএস আই আলমগীর হোসেন, এআসআই ওহিদুল, সদর ইউপি’র ৫ নং ওয়ার্ড সদস্য মতিয়ার রহমান, ৮নং ওয়ার্ড সদস্য হাসান আলী, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান টোকন, উপজেলা যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ নেতা ইকরামুল হক, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগত আমন্ত্রীত অতিথি বৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় সর্বস্তরের জনগণ।

বিট পুলিশিং সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। আলোচনাকালে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন সহ থানা এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য সব মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়া জঙ্গীবাদ, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, আত্মহত্যা, পারিবারিক সহিংসতা, নারী ও শিশু নির্যাতন, জুয়া ও গুজব প্রতিরোধ সহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মা: মুফতী মো: মামুনুর রশীদ।

দামুড়হুদায় জনসচেতনতা মূলক বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত

‘বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি’ তথ্য দিন, সেবা নিন স্লোগানকে সামনে রেখে সাইবার বুলিং, কিশোর গ্যাং, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক, জুয়া, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধের লক্ষ্যে দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার সময় উপজেলার চিৎলা মোড়ে বিট পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর সভাপতিত্বে এবং এস আই রিয়াজুল ইসলামের সঞ্চলায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান আসাদ, ওসি অপারেশন হিমেল, এএস আই আলমগীর হোসেন, এআসআই ওহিদুল, সদর ইউপি’র ৫ নং ওয়ার্ড সদস্য মতিয়ার রহমান, ৮নং ওয়ার্ড সদস্য হাসান আলী, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান টোকন, উপজেলা যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগ নেতা ইকরামুল হক, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগত আমন্ত্রীত অতিথি বৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় সর্বস্তরের জনগণ।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দামুড়হুদা মডেল থানা বদ্ধপরিকর।

দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী হওয়ায় এটি একটি স্পর্শকাতর থানা। আমরা সর্বাত্তক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকে। পুলিশ সারাদেশে বিট পুলিশিং সেবা চালু করেছে। দামুড়হুদা যেমন একটি মডেল থানা, তেমনি এই দামুড়হুদা ইউনিয়ন বিট পুলিশও আপনাদের সবার জন্য একটি থানা মনে করবেন।

আর এই বিটে এসআই রিয়াজুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে করে জনগণ আরো দ্রুত সময়ে যেকোন ধরনের নাগরিক সেবা পেতে সক্ষম হয়। বিট পুলিশিং হলো অনলাইন কেনাকাটার মত। আপনি ঘরে বসেই বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে যেকোন পুলিশিং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। দামুড়হুদা থানা এলাকায় আপনাদের যেকোন সমস্যায় দামুড়হুদা মডেল থানার দরজা আপনাদের জন্য সব সময় উন্মুক্ত থাকে। কোন দালাল ধরার দরকার নেই সরাসরি আপনারা আমার কাছে চলে আসবেন, আমার ফোন নাম্বার রাখেন যে কোন বিষয়ে আমাকে ফোন দেবেন আমি সর্ব্বোচ চেষ্টা করব।

এখন শুধু প্রয়োজন আপনাদের সচেতনতা এবং স্বতফূর্ত অংশগ্রহণ। পুলিশ এবং আপনারা হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে একটি স্মার্ট দামুড়হুদা গড়ে তোলা সম্ভব।

তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, মাদক ব্যবসায়ী সহ সকল

অপকর্মের হোতাদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন। তথ্যদাতাদের নাম গোপন রেখে অন্যায়কারীদের আইনের আওতায় আনা হবে। এছাড়া আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ঈমান হাফেজ মুফতী মাঃ মোঃ মামুনুর রশীদ।